মীমাংসা দর্শনে জ্ঞানতত্ত্ব ঃ বেদের প্রামাণ্য প্রদর্শনের জন্য মীমাংসকেরা প্রমা, প্রমাণ এবং প্রামাণ্যবাদ নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। জৈমিনিসূত্রে প্রমা ও প্রমাণ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা না থাকলেও পরবর্ত্তীকালে ভাট্ট ও গুরু সম্প্রদায় এ বিষয়ে বহু আলোচনা করেছেন।

জ্ঞান বিষয়ে প্রভাকর ও ভাট্ট উভয় সম্প্রদায়ই বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী। এঁদের মতে বিষয় ভিন্ন কোন জ্ঞানই হতে পারে না এবং বিষয় সর্বদাই জ্ঞান থেকে ভিন্ন। প্রমা হলো—'অজ্ঞাততত্ত্বার্থ জ্ঞানম্' অর্থাৎ অজ্ঞাত বিষয়ের যথার্থ জ্ঞানই প্রমা। স্মৃতি কখনই অজ্ঞাত অর্থাৎ অনধিগত বিষয় হতে পারে না বলে প্রমা নয়। প্রমার করণকে প্রমাণ বলে।

কুমারিল মতে প্রমাণ ছয় প্রকার। যথা---প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। অদ্বৈতবেদান্ত ও উক্ত ছয় প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন। কিন্তু প্রভাকর অর্থাৎ গুরু সম্প্রদায় অনুপলব্ধি বা অভাবকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন না।

প্রত্যক্ষ ঃ মীমাংসা মতে প্রত্যক্ষ হলো 'ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষজং প্রমাণং প্রত্যক্ষম্' অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষজ প্রমাণকে প্রত্যক্ষ বলে। মীমাংসা মতে সন্নিকর্ষ দু'প্রকার---সংযোগ ও সংযুক্ততাদাত্ম্য। যথা---ঘটের সংগে চক্ষুর সংযোগ সন্নিকর্ষের ফলে ঘটের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। সংযুক্ত তাদাত্ম্য সম্বন্ধের ফলে ঘটরূপের প্রত্যক্ষ হয়। ন্যায়বৈশেষিক মতে তাদাত্ম্যের পরিবর্ত্তে সমবায় স্বীকার করে সন্নিকর্ষকে ছয় প্রকার বলা হয়েছে। প্রভাকর মতে সন্নিকর্ষ ত্রিবিধ---সংযোগ, সংযুক্ত সমবায় ও সমবায়।

প্রত্যক্ষ দু'প্রকার---নির্বিকল্পক ও সবিকল্পক। ইন্দ্রিয়ের সংগে বিষয়ের সন্নিকর্ষ হওয়ার পরক্ষণেই যে জ্ঞান হয় তাই নির্বিকল্পক। এই জ্ঞান শব্দানুগম শূন্য, দ্রব্যাদির 'স্বরূপমাত্র বিষয়ের সম্মুগ্ধাকারে জ্ঞান। সম্মুগ্ধ মানে অনিশ্চিত। অর্থাৎ নির্বিকল্পক জ্ঞানে বিষয়ের অনিশ্চিতরূপে জ্ঞান হয়। মীমাংসকেরা বলেন ইন্দ্রিয়ের সংগে সন্নিকর্ষ হওয়ার অব্যবহিত পরক্ষণে বিষয়ের অস্পষ্ট ভাসা ভাসা একপ্রকার জ্ঞান হয়। এর নাম নির্বিকল্পক বা আলোচনা জ্ঞান।(১)

নির্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার না করলে সবিকল্পক জ্ঞানের উপপতি হয় না। ন্যায়মতে সমবায় সম্বন্ধ ও অভাবের নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্ভব নয় বলে সেক্ষেত্রে প্রথমেই সবিকল্পক

প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু কুমারিল ভট্ট সমবায় সম্বন্ধ ও অভাব পদার্থের প্রত্যক্ষ অস্বীকার করায় প্রত্যক্ষস্থলে সর্বত্রই সবিকল্পক প্রত্যক্ষের পূর্বে নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়, একথা বলেছেন।(১)

ন্যায় দর্শন নির্বিকল্পক জ্ঞানের ভিত্তিতে লোক ব্যবহার স্বীকার করেন না। কিন্তু মীমাংসা দর্শন মতে শিশু এবং পশুরা নির্বিকল্পক জ্ঞানের ভিত্তিতেই কাজ করে। এমন কি বয়স্ক লোকেরাও ব্যস্ততার সময় এ পথই অনুসরণ করে। ন্যায়মতে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ সম্বন্ধেই আমরা অবহিত হই এবং সবিকল্পক প্রত্যক্ষের ভিত্তিতে নির্বিকল্পক অনুমান করি। কিন্তু মীমাংসা মতে বস্তুতঃ প্রথমেই নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হয় এবং পরে সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়। বৈয়াকরণিকদের মতে শব্দানুগমশূন্য কোন জ্ঞানই জ্ঞান নয় বলে নির্বিকল্পক অলীক। আবার বৌদ্ধমতে প্রত্যক্ষ মানেই নির্বিকল্পক। সবিকল্পক অপ্রামাণ্য।

অনুমান ঃ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পদার্থের জ্ঞান দ্বারা ইন্দ্রিয়ের সংগে অসন্নিকৃষ্ট পদার্থের যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে অনুমান বলে---'ব্যাপ্যদর্শনাদসন্নিকৃষ্টার্থজ্ঞানমনুমানম্'। যেমন পর্বতো ধূমবান্ এই জ্ঞান থেকে পর্বতো বহ্নিমান জ্ঞানটি অনুমান। মানমেয়োদয়কার বলেন---ব্যাপ্তি হলো স্বাভাবিক সম্বন্ধ। স্বাভাবিক মানে উপাধি রহিত।

মীমাংসামতে উপাধি দু'প্রকার---নিশ্চিতোপাধি ও সন্দিগ্ধোপাধি। 'পর্বতো ধূমবান্ বহ্নেঃ' এ স্থলে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ নিশ্চিত উপাধি। বিপরীত পক্ষে, 'স শ্যামঃ মিত্রাতনয়ত্বাৎ' স্থলে শাকপাকজন্যত্ব সন্দিগ্ধ উপাধি। প্রভাকরের মতে ধূমে একবার বহ্নির সম্বন্ধ দর্শন হলেই ব্যাপ্তি হয়। ভূয়োদর্শন উপাধি নিবারণের জন্য প্রয়োজন।

ব্যাপ্তি দু'প্রকার---অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। যেখানে ধূম সেখানেই অগ্নি---এটি হলো অন্বয় ব্যাপ্তি এবং যেখানে অগ্নি নাই সেখানে ধূম নাই---এটি হলো ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। মীমাংসকেরাও নৈয়ায়িকদের মত অনুমানের অন্বয় ব্যতিরেকী, কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী বিভাগ স্বীকার করেন। অনুমান আবার বীত ও অবীত ভেদে দু'প্রকার। বীত অনুমানকে দৃষ্ট ও সামান্যতোদৃষ্টভেদে ভাগ করা হয়। নৈয়ায়িকসম্মত স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান ও মীমাংসা সম্মত। কিন্তু মীমাংসক পঞ্চাবয়ব মানেন না। তিনটি অবয়বেই অনুমানসিদ্ধ হয়। তাঁদের মতে প্রতিজ্ঞা ও নিগমন এবং হেতু ও উপায় সমার্থক। তাই মীমাংসকেরা প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ অথবা উদাহরণ, উপময়, নিগমন এই ত্রিবিধ অবয়বের দ্বারা অনুমান সিদ্ধ করেন। বৌদ্ধরা উদাহরণ ও উপময়ভেদে দুটি মাত্র ন্যায়াবয়ব স্বীকার করেন।

শব্দ ঃ মীমাংসা দর্শনে শব্দ তৃতীয় প্রমাণরূপে উল্লিখিত। আপ্তবাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলা হয়। বাক্যের অন্তর্গত পদের অর্থবোধের দ্বারা যে জ্ঞান হয় তাকে শব্দ জ্ঞান বলে। শব্দজ্ঞানের বিষয় প্রত্যক্ষ গোচর নাও হতে পারে।

শাব্দ অর্থাৎ শব্দ থেকে উৎপন্ন জ্ঞান দু'প্রকার---পৌরুষেয় ও অপৌরুষেয়। শব্দার্থ বিষয়ে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি বা আপ্তব্যক্তির বাক্য পৌরুষেয়। বেদবাক্য অপৌরুষেয়। পৌরুষেয় বাক্য থেকে উৎপন্ন জ্ঞান আবার দু'প্রকার---সিদ্ধার্থবাক্য ও বিধায়ক বাক্য। কোন বাক্য থেকে বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ক জ্ঞান হলে তাকে সিদ্ধার্থ বাক্য বলে। যেমন---'এ তোমার পুত্র' ইত্যাদি বাক্য। যে বাক্য কোন ক্রিয়ানুষ্ঠানের নির্দেশ দেয় তাকে বিধায়ক বাক্য বলে। যেমন---'স্বর্গকামো যজেত'-স্বর্গকামনায় যজ্ঞ করবে, ইত্যাদি। বেদ অপৌরুষেয় ও স্বতঃপ্রমাণ। বেদ যাগযজ্ঞের নির্দেশ দেয়। মীমাংসকের কাছে বেদপ্রামাণ্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

মীমাংসা মতে শব্দ দু'প্রকার---বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য। কণ্ঠ, ওষ্ঠ, তালু ইত্যাদি স্থান থেকে অভিব্যক্ত ধ্বন্যাত্মক শব্দ অনিত্য। মীমাংসা মতে কেবল শব্দই নিত্য নয়। শব্দ-শব্দার্থের, বাক্য ও বাক্যার্থের বোধ্য বোধক সম্বন্ধ ও নিত্য, তা সাঙ্কেতিক নয়।[১] তাই মীমাংসা মতে বেদ শব্দরাশি হলেও নিত্য, যেহেতু বর্ণাত্মক শব্দ নিত্য। সুতরাং বেদের রচয়িতা রূপে ঈশ্বর স্বীকার করা যায় না।

মীমাংসকেরা বলেন---শব্দের সংগে অর্থের অবশ্যই সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধ জ্ঞানই অর্থবোধ। শব্দ অনিত্য হলে অর্থবোধ হবে না। একই অক্ষরের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ থেকে শব্দ নিত্য প্রমাণিত হয়। যেমন ধরুন, 'ক' বর্ণের নতুনভাবে উচ্চারণ শুনে আমাদের প্রত্যভিজ্ঞা হয়, এ তো সেই পূর্ব্বোচ্চারিত 'ক' কারই।

পদের অর্থ জ্ঞান কি ভাবে হয়। এ প্রসঙ্গে মীমাংসা দর্শনে দুটি মতবাদ প্রচলিত আছে—(১) কুমারিল ভট্টের অভিহিতান্বয়বাদ ও (২) প্রভাকর মিশ্রের অন্বিতাভিধানবাদ।

অভিহিতান্বয়বাদ ঃ কুমারিল বলেন পদ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অর্থকে প্রকাশ করে এবং পরে বাক্যে তার অন্বয় হয়। অর্থাৎ তাঁর মতে পদের অর্থজ্ঞান প্রথমে হয় এবং পরে পদের দ্বারা অভিহিত অর্থের বাক্যে অন্বয় হয়। যেমন---'গাম্ আনয়' (গরুটি আন) বাক্যে গাম্ পদের অর্থ গরু, অম্ পদের অর্থ কর্মত্ব এবং আনয় পদের অর্থ আনয়ন। পরে এদের অন্বয়ের দ্বারা 'গরুটি আন' এরূপ বাক্যার্থবোধ হয়। এরই নাম অভিহিতান্বয়বাদ।

অন্বিতাভিধানবাদ ঃ প্রাভাকর মীমাংসক অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করেন। এই মতে বিধিবাক্য কার্যের নির্দেশ দেয়। বাক্যে নিরপেক্ষভাবে পদের অর্থ স্থির হয় না। বাক্যে যে কার্যের নির্দেশ থাকে তার সংগে অন্বয়ের দ্বারা পদের অর্থ নির্ধারিত হয়। যেমন---'গাম্ আনয়' বাক্যে গো শব্দ আনয়ন ক্রিয়ার সংগে অন্বিত হয়েই অর্থলাভ করে। এরই নাম অন্বিতাভিধানবাদ।[২]এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে নৈয়ায়িকেরা

অভিহিতান্বয়বাদ স্বীকার করেন না। মীমাংসকেরা ও ব্যাকরণসম্মত স্ফোটবাদ স্বীকার করেন না। বৈয়াকরণদের মতে পৃথকভাবে উচ্চারিত বর্ণ শব্দ নয়, শব্দের অভিব্যঞ্জক ধ্বনি মাত্র। বর্ণের দ্বারা বর্ণাতিরিক্ত শব্দের অভিব্যক্তি হয়। যেটি নিত্য এবং বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট পদার্থের বাচক। তারই নাম স্ফোট। যার দ্বারা পদার্থের বোধ হয়, সেটি বর্ণ নয়, স্ফোট। নিত্য শব্দই স্ফোট।(১)

উপমান ঃ ন্যায় ও মীমাংসা দর্শন উপমান প্রমাণ স্বীকার করে। তবে উভয় মতে ব্যাখ্যার তারতম্য দেখা যায়।

ন্যায়দর্শনে সংজ্ঞাসজ্ঞির সম্বন্ধজ্ঞানকে উপমিতি বলা হয়েছে। যেমন গবয় জ্ঞানে অনভিজ্ঞ কোন ব্যক্তি আরণ্যক অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির নিকট 'গবয় গো সদৃশ' এরূপ শোনার পর অরণ্যে গিয়ে গো সদৃশ পশুটিকে দেখে 'এটি গবয়' বলে যে নিশ্চিত জ্ঞানে উপনীত হয়। সেই জ্ঞানই উপমিতি এবং এই প্রক্রিয়াটির নাম উপমান।

মীমাংসা দর্শনে কিন্তু 'গবয়ত্ব বিশিষ্ট পশু গবয় পদবাচ্য' এরূপ জ্ঞানকে উপমিতি বলা হয় নি। মীমাংসা মতে গবয় (পশুতে)-তে গোএর সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হলে---পূর্বে গৃহে দৃষ্ট গো এই গবয়ের সদৃশ---এরূপ জ্ঞান হয়। এরূপে পূর্বদৃষ্ট গোতে বর্ত্তমান দৃষ্ট গবয়ের সাদৃশ্য জ্ঞানই অনুমিতি। এই জ্ঞানের করণকে উপমান বলে।

মীমাংসা মতে এই জ্ঞানটি প্রত্যক্ষ হতে পারে না। কারণ এক্ষেত্রে সদৃশরূপে বস্তু (গরু) সেখানে অনুপস্থিত। এই জ্ঞানটি স্মৃতি হতে পারে না। কেননা, পূর্বে গরু জ্ঞাত থাকলেও তার সংগে গবয়ের সাদৃশ্য জ্ঞাত ছিল না। আবার এই জ্ঞানটি অনুমিতিও নয়। কারণ, ব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকায় বাড়ীর গরুটি গবয়ের মত---বলা যাবে না। উপমানের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান একেবারেই অনুপস্থিত। এটি শব্দজ্ঞান হতে পারে না। কারণ কোন আপ্ত ব্যক্তির কথায় নির্ভর করে (এক্ষেত্রে বনেচর আপ্ত নয়) অথবা বেদ থেকে একথা জানা যায় নি। তাই উপমান স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকৃত।

নৈয়ায়িকেরা বলেন---'পূর্বদৃষ্ট গো এই গবয় সদৃশ' এরূপ জ্ঞানকে উপমিতি বলা যায় না। কেননা, গবয়ে গোএর সাদৃশ্য আছে, তাই গো পদার্থে গবয়ের সাদৃশ্য গবয়ে তার প্রত্যক্ষ হলে তজ্জন্য সংস্কার বশতঃ গবয়ের সদৃশ বলে সেখানে পূর্বদৃষ্ট গোএর স্মরণই হয়। সুতরাং সেই জ্ঞান স্মরণাত্মক বলে তাকে উপমিতিও তার করণকে উপমান বলা যায় না।(২)